দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সম্প্রতি মন্নুজান হলের একটি ছাত্রীকে বহিরাগত যুবক কর্তৃক শ্লীলতাহানির অপচেষ্টার প্রতিবাদে ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে র‌্যালী (বামে) এবং প্রশাসন ভবনে অবরোধ করে (ডানে) —ইত্তেফাক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

হল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় রাবিতে ছাত্রীরা ক্ষুব্ধ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ দীর্ঘদিন ধরিয়া আবাসিক হল কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অসৌজন্যমূলক আচরণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি হলের আবাসিক ছাত্রীরা নানাভাবে অবহেলিত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম মন্নুজান, বেগম রোকেয়া, তাপসী রাবেয়া এবং বেগম খালেদা জিয়া এই ৪টি হলের ছাত্রীরা নানা সমস্যায় রহিয়াছে। আবাসন সংকট, ডাইনিং সমস্যা, টেলিফোন সমস্যা, হলের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি সমস্যা লাগিয়াই রহিয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাদের সমস্যার সমাধান না করিয়া ছাত্রীদের নিকট হইতে হলের পাওনা যথারীতি আদায় করিতেছে। ছাত্রীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা নিয়া হল

সমাধানে তেমন কোন গরজ দেখান না। উপরন্তু বিভিন্ন সময় গেস্ট চার্জ, সিট বন্টন ইত্যাদি কাজে ছাত্রীদের উপর চড়াও হন এবং লাঞ্ছিত করেন। অন্যদিকে হলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঠিকমত হলে আসেন না এবং খোঁজ-খবরও নেন না। বর্তমানে ছাত্রী হল প্রশাসনের আচরণ এত রুষ্ট হইয়াছে যে ছাত্রীরা ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া

রাবেয়া ও খালেদা জিয়া হলে আবাসিক শিক্ষিকা কর্তৃক ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার পর দুইবার ছাত্রীরা উক্ত হলগুলিতে ভাংচুর করিয়াছে। সর্বশেষে গত ২৬শে জুলাই মন্নুজান হলের এক ছাত্রী হলের মধ্যে বহিরাগত যুবক কর্তৃক শ্লীলতাহানীর অপচেষ্টার শিকার হওয়ায় ছাত্রীরা নিরাপত্তার অভাবে এবং আবাসিক শিক্ষিকাদের অসৌজন্যমূলক আচরণে প্রতিবাদে তাহাদের অপসারণের দাবীতে গত ২৮শে জুলাই হলে ভাংচুর করে এবং ২৯শে জুলাই ক্যাম্পাসে মৌনমিছিল ও প্রশাসন ভবন অবরোধ করে। তাহারা এই ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিকে অতিসত্বর রিপোর্ট জমাদান ও সংশ্লিষ্ট যুবককে সনাক্ত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাইয়াছে।